আমাদের সময়

তারিখ ... 07 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

■ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী পেটাল বখাটে

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই

সমাজ কি দিন-দিন অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠছে? রাজধানীর ডেমরায় এবার প্রেম ও বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় প্রকাশ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে বেধড়ক মারধর করেছে চার বখাটে। গত শনিবার প্রাইভেট পড়ে বাসায় ফেরার পথে স্থানীয় এক যুবক তিন সঙ্গী নিয়ে পথরোধ করে উত্ত্যক্ত করছিল তাকে। এর প্রতিবাদ করায় বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে বখাটেরা প্রকাশ্যেই বেধড়ক মারধর করে। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় লোকজন স্থানীয় ক্লিনিকে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বিকালে তাকে ঢামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, অসভ্যতা, পাশবিকতা সমাজকে ক্রমেই গ্রাস করছে। আমরা দেখতে চাই বা না চাই এটাই সত্য, এটাই বাস্তবতা। একের পর এক শিশুকে নির্যাতন করে হত্যা, নারী নির্যাতনের জঘন্য সব ঘটনা, ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যা– কী ঘটছে-না এখানে। সংক্রামক ব্যাধির মতো ঘটনাগুলো ছড়িয়ে পড়ছে দেশজুড়ে। মানতে হবে, আমাদের সমাজে অপরাধপ্রবণতা বেড়েছে। কোনোভাবেই সমাজকে অপরাধমুক্ত করা যাচ্ছে না। আমাদের সমাজজীবন থেকে সামাজিক বন্ধনগুলো ক্রমেই আলগা হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি পারিবারিক বন্ধন শিথিল হচ্ছে। ক্ষয়ে যাচ্ছে সব ধরনের মূল্যবোধও।

সামাজিক প্রতিরোধ হারিয়ে গেলে অপরাধীরা আরও উৎসাহিত হয় এবং অপরাধের মাত্রা ক্রমেই বাড়তে থাকে। আর আমাদের পুলিশ বাহিনীর সক্ষমতা নিয়ে নতুন করে আলোচনার কিছু নেই। অভিযোগ আছে, অপরাধীরা তাদের আশপাশেই থাকে এবং মদদপুষ্ট হয়ে অপরাধ করে যায়।

সামাজিক এই অস্থিরতা নিরসনে সমন্বিত অনেক উদ্যোগ প্রয়োজন। সামাজিক অবক্ষয়ের কারণেই মূলত এ রকম নানা ঘটনা ঘটছে। পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা বাড়ছে।

বর্তমান নৃশংস কর্মকাণ্ড অসুস্থ ও অস্থির সমাজের নির্দেশক। কাজেই সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে সব মহলকে সচেষ্ট হতে হবে। তার জন্য আইনি প্রচেষ্টার পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিতে হবে। মানবিক, পারিবারিক ও মূল্যবোধ বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। এসব ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি। সামাজিক অস্থিরতা ও সহিংসতা কমাতে এখনই সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সব ধরনের মতভিন্নতা ভুলে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে প্রতিরোধে। দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে এই অপরাধীদের। প্রয়োজনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান বাড়াতে হবে। যেসব পরিবারের সন্তান এমন অপরাধ করে, সেসব পরিবারকেও বিচারের আওতায় আনা যায় কিনা– তা ভেবে দেখতে হবে। সমাজকে বসবাসযোগ্য রাখার স্বার্থে আমরা এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ চাই।